কিশোরক

সেরা হাসির গল্প

কিশোরক

সেরা হাসির গল্প

বীরবল

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

সেরা হাসির গল্প
বীরবল

সংকলন ও গ্রন্থনির্মাণ
কবি প্রকাশনী সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৫০০ টাকা

Sera Hasir Golpa by Birbal Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: September 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-30-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শুরুর কথা

বীরবল—নামটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মোগল সম্রাট আকবরের দরবার, আর সেই দরবারে উপস্থিত বুদ্ধি ও রসিকতায় সবাইকে চমকে দেওয়া এক অসাধারণ মানুষ। বীরবল সত্যিই কেমন ছিলেন, তাঁর জীবনের কোন ঘটনা ইতিহাস আর কোনটি পরবর্তীকালের লোককথা—তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কল্পনা ও ভালোবাসায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ছোট-বড় সবার কাছেই বীরবলের গল্প মানেই বুদ্ধির খেলা, মজার ঘটনা আর শেষ মুহূর্তে চমকে দেওয়ার মতো কোনো উত্তর।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বীরবলের আসল নাম ছিল মহেশ দাস। 'বীরবল' শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানী। ধারণা করা হয়, তিনি ষোড়শ শতকে উত্তর ভারতের কালপী অঞ্চলের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মেধা, কবিত্বশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সভাসদ হয়ে ওঠেন। আকবর তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন বলেও জানা যায়। রাজসভায় তাঁর জ্ঞান, রসবোধ

এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তিনি সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। আকবরের দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

বীরবলের সঙ্গে আকবরের সম্পর্ক নিয়েও নানা গল্প প্রচলিত আছে। কোনো গল্পে দেখা যায়, সম্রাট তাঁকে কঠিন প্রশ্ন করেছেন; আবার কোনো গল্পে বীরবল এমন কোনো সমস্যার সমাধান করেছেন, যা অন্য কেউ করতে পারেনি। কখনো তিনি নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন, কখনো বা রাজসভায় উপস্থিত পণ্ডিত, সভাসদ কিংবা অহংকারী ব্যক্তিকে দিয়েছেন চমৎকার জবাব। তাঁর সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলার ক্ষমতা। তাই কঠিন পরিস্থিতিকেও তিনি অনেক সময় হাস্যরসের মাধ্যমে সহজ করে তুলতে পারতেন।

তবে বীরবলের নামে প্রচলিত সব গল্প যে ইতিহাসের সত্য ঘটনা, এমনটি মনে করার কারণ নেই। তাঁর জীবনকে ঘিরে বহু লোককথা ও কিংবদন্তি তৈরি হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একেক অঞ্চলে তাঁর গল্পের একেক রকম রূপ দেখা গেছে। কোথাও তিনি আকবরের সভাসদ, কোথাও আবার নেহাতই এক বুদ্ধিমান সাধারণ মানুষ। অনেক গল্পের ঘটনাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। কিন্তু এসব গল্পের মধ্যদিয়ে যে বীরবল চরিত্রটি তৈরি হয়েছে, তা মানুষের মনে এতটাই জীবন্ত যে ইতিহাসের বীরবল আর লোককথার বীরবলকে অনেক সময় আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বীরবলের গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি। তিনি সাধারণ কোনো ঘটনার মধ্যেও এমন একটি দিক খুঁজে বের করতেন, যা অন্যদের চোখে পড়ত না। তাঁর উত্তর কখনো সরস, কখনো মজার, আবার কখনো এতটাই অপ্রত্যাশিত যে তা শুনে সবাইকে হেসে ফেলতে হতো। কিন্তু সেই হাসির আড়ালেই থাকত গভীর কোনো সত্য। মানুষের অহংকার, লোভ, মূর্খতা কিংবা অন্যায়কে তিনি অনেক সময় এমনভাবে তুলে ধরতেন যে, কাউকে সরাসরি অপমান না করেও নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরা সম্ভব হতো।

এই কারণেই বীরবলের গল্প নিছক হাসির গল্প হয়ে থাকেনি। তাঁর গল্পগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোনো সমস্যার সমাধান করতে

শুধু গায়ের জোর বা পুথিগত জ্ঞানই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতা, বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার এবং সাহস। কখনো কখনো একটি ছোট্ট প্রশ্নই বড় সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে, আবার একটি সহজ উত্তরই অহংকারে অন্ধ মানুষকে তার ভুল বুঝিয়ে দিতে পারে। বীরবলের গল্পে সেই বুদ্ধির দীপ্তিই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

বীরবলের গল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এর সহজবোধ্যতা। ঘটনাগুলো সাধারণত ছোট, চরিত্রগুলো পরিচিত এবং কাহিনির গতি বেশ দ্রুত। ফলে কিশোর পাঠকেরা খুব সহজেই গল্পের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারে। গল্পের মজার ঘটনা যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি শেষের বুদ্ধিদীপ্ত মোচড় পাঠককে নতুন করে ভাবতেও শেখায়। তাই বীরবলের গল্প শুধু অবসর কাটানোর উপকরণ নয়; এগুলো বুদ্ধি, যুক্তি ও মানুষের স্বভাব সম্পর্কে ভাবারও চমৎকার সুযোগ করে দেয়।

এই বইয়ে বীরবলের নামে প্রচলিত বেশ কিছু হাসির গল্প আজকের কিশোর পাঠকদের কথা মাথায় রেখে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল গল্পগুলোর রস, বুদ্ধি ও চমক বজায় রেখে ভাষাকে সহজ, সাবলীল এবং বর্তমান সময়ের পাঠোপযোগী করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও প্রয়োজনমতো দীর্ঘ বিবরণ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, কোথাও পুরনো শব্দের পরিবর্তে সহজ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে গল্পের স্বাভাবিক আনন্দে কোনো বাধা না পড়ে। অল্পবয়সী পাঠকদের জন্য অনুপযুক্ত বা অপ্রয়োজনীয় অংশ সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

বীরবলের গল্প আমাদের শেখায়—বুদ্ধি তখনই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় যুক্তিবোধ, সাহস ও রসবোধ। অন্যায় বা অসংগতির প্রতিবাদ করতে হলে মাথা গরম করতে নেই, কারণ উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য একটি বুদ্ধিদীপ্ত কথাই যথেষ্ট। তাই শত শত বছর পেরিয়েও বীরবলের গল্পের আকর্ষণ এতটুকু কমেনি। আকবরের দরবারের সেই বুদ্ধিমান সভাসদ আজ ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে লোককথার এক চিরকালীন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। তাঁর গল্প আমাদের হাসায়, অবাক করে এবং একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয়—বুদ্ধির আলোয় সবচেয়ে কঠিন সমস্যারও সহজ পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

সূচিপত্র

মহেশ থেকে বীরবল	২৩
জ্ঞানভাণ্ডার	২৭
নিজের জীবন	৩১
উচিত জবাব	৩৩
চতুর বীরবল	৩৫
আলো-ছায়া	৩৮
মূর্খদের তালিকা	৪০
হাতের তালুতে লোম নেই কেন?	৪২
ষাঁড়ের দুধ চাই	৪৪
পুণ্যাত্মা পাখি	৪৬
নদীর বিয়ে	৪৮
বীরবলের বিচার	৪৯
চিত্রকর রোশনলাল	৫১
সুলতান ও বীরবল	৫৩
বাদশার ভাগ্যগণনা	৬৪
বখশিশের বখরা	৫৫

দর্পচূর্ণ	৫৬
সঠিক তারা গণনা	৫৮
সম্রাজ্ঞীর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু	৬০
নানা রূপ	৬২
অভ্যাসই মানুষের দাস	৬৪
শুনলেই কাজ হবে	৬৬
অলস হতে বলিনি	৬৮
কুকুরের দায়িত্ব	৭০
চোর ধরার কৌশল	৭১
বীরবল কেন প্রিয়	৭২
দশ মিথ্যাবাদী	৭৩
কুৎসিত	৭৪
আজব অঙ্ক	৭৫
তারপর কী হলো?	৭৬
স্পর্শ না করে রেখা টানা	৮০
বীরবলের উপদেশ	৮১
অনেক উপায় ভাগ্যে আছে হুজুর	৮৩
জামাতার বুদ্ধি	৮৪
চার বন্ধু	৮৬
আমি কানা নই	৮৮
আবহাওয়া বড় খারাপ	৮৯
রসিকের রসিকতা	৯০
যেমন কথা তেমনি কাজ	৯১
আখরোটের বদলে পেঁয়াজ	৯৩
আতঙ্কের ফল	৯৪
এক কড়ি থেকে লক্ষ মুদ্রা	৯৫
বীরবল বীরবলই	৯৬
আশাতীত পুরস্কার	৯৮
মুক্তো দান	১০০

পরশমণি	১০১
একেই বলে পতিভক্তি	১০২
২০০1 জন পাগল	১০৪
বৈজ্ঞানিক চালাকি	১০৬
বীরবলের আজব কৌশল	১০৭
বিশাল বিরাট সাম্রাজ্য	১১১
ছোট নয়	১১৪
একগুঁয়ে শিশু	১১৭
সত্য-মিথ্যার ব্যবধান	১২০
কৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ	১২২
বিপদের ওপর বিপদ	১২৫
উপস্থিত বুদ্ধি	১২৮
যেমন সাহসী, তেমনি ভীতু	১৩০
খাঁটি হিসেবনিকেশ	১৩২
বাদশা	১৩৩
পাপের প্রায়শ্চিত্ত	১৩৪
কাকের সংখ্যা কত?	১৩৭
কবির কবিতা	১৩৮
যাকে যেমন দেখবেন, সেও তেমনি দেখবে	১৪০
কথা নয়, শুধু কাজ	১৪২
প্রকৃত সুখী কে?	১৪৪
বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী	১৪৬
পাকা কি কখনো কাঁচা হয়?	১৪৭
যেমন মনিব তেমনি চাকর	১৪৯
স্বেচ্ছায় প্রকাশ	১৫১
সরল বিশ্বাস	১৫২
সব সমান হুজুর	১৫৩
চোরের খোঁজে	১৫৪
আমি বড় না ঈশ্বর বড়	১৫৬

কার মনে কী ভাবনা আছে ১৫৮
তিনটি প্রশ্ন ১৬০
বৃদ্ধ ষাঁড় ১৬১
পণ্ডিতের অহংকার ১৬৩
দরজার মাপ ১৬৫
বাদশার সিলমোহর ১৬৬
উপস্থিত বুদ্ধি ১৬৯
বোধহয় একটা দেখাই ভালো ১৭১
দেবী, পরি ও ডাকিনী ১৭৩
কাজির বিচার ১৭৫

পরিশিষ্ট

এ কোন বীরবল? ১৭৭

বীরবল

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বীরবলের আসল নাম ছিল মহেশ দাস। ‘বীরবল’ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞানী। তিনি ষোড়শ শতকে উত্তর ভারতের কালপী অঞ্চলের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন।

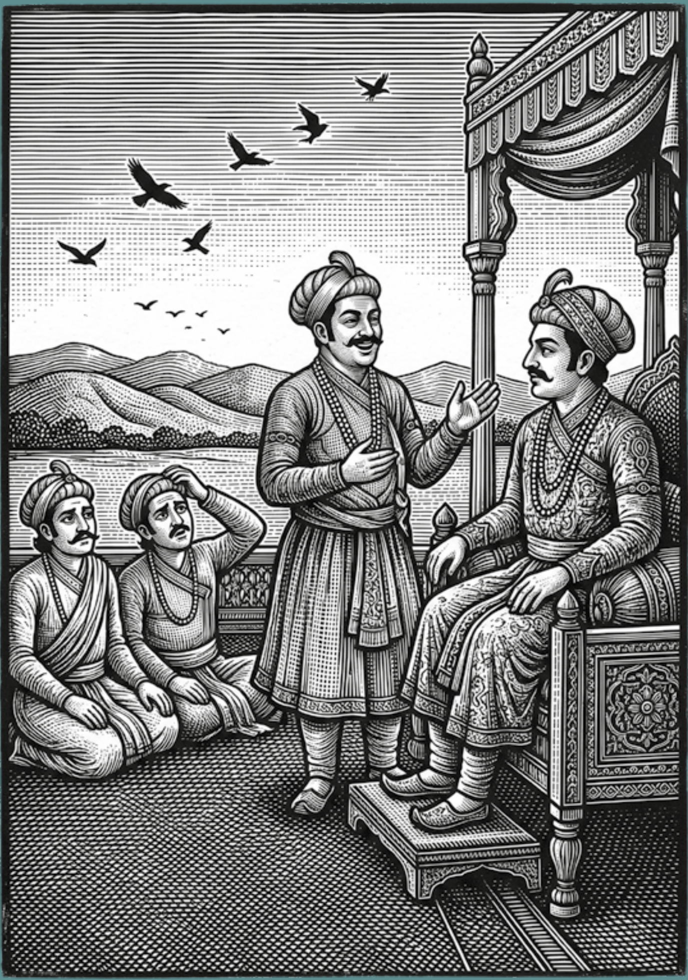

ছোটবেলা থেকেই তাঁর মেধা, কবিত্বশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সভাসদ হয়ে ওঠেন।

মহেশ থেকে বীরবল

বাদশা আকবরের শিকারের ভীষণ নেশা ছিল। রাজকার্যের অবসরে তিনি অনেককে নিয়ে শিকার করতে বের হতেন। এমনি একদিন শিকার করতে বেরিয়ে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, কিন্তু একটিও শিকার পেলেন না। শিকার খুঁজতে গিয়ে বাদশার সঙ্গীরা সকলেই একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। বাদশারও খুব তেষ্টা পেয়েছিল। তিনি বললেন, 'এই গভীর বনের মধ্যে জলের চেষ্টা না করে চলো বন থেকে বেরিয়ে কোনো গ্রামে যাওয়া যাক, সেখানে নিশ্চয়ই জল পাওয়া যাবে।'

বন থেকে বেরিয়ে কিছুটা যেতেই বাদশা দেখলেন একটি অল্পবয়সী ছেলে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে যাচ্ছে। বাদশা বুঝলেন কাছেই কোনো গ্রাম আছে। তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বালক, এখানে কাছেপিঠে কোনো জলাশয় আছে?'

বালক বলল, 'হ্যাঁ আছে, ওই যে প্রকাণ্ড বটগাছটা দেখছেন, ওর পাশেই প্রকাণ্ড একটা জলাশয় আছে, খুব ঠাণ্ডা জল। ওখানে জল খেয়ে গাছের নিচে বিশ্রামও করতে পারবেন।'

আকবর ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে তাঁর ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

পথ চলতে চলতে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটি প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম জেনে আপনার কী লাভ বলুন? তা আপনার নামটাই না হয় আগে শুনি?'

বাদশা ছেলেটির কাছ থেকে এই ধরনের উত্তর আশা করেননি, আর এই ধরনের বেয়াদবি তিনি কখনো সহ্যও করেন না। কিন্তু তিনি মনের রাগ মনেই চেপে রেখে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'তুমি কি জানো আমি কে?'

ছেলেটি এই কথায় বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে বলল, 'আপনি কে তা জেনে আমার কী লাভ বলুন? আপনি কি আমাদের গ্রামের পুরুতঠাকুরের নাম জানেন?'

বাদশা ছেলেটির সঙ্গে চাতুরিতে মেতে উঠলেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তা কী করে জানব বলো? আমি তো তোমাদের গ্রামের কাউকেই চিনি না।'

ছেলেটি সরলভাবে বলল, 'আমারও ঠিক একই উত্তর। আপনাকে জানাও আমার পক্ষে সম্ভব না।'

বাদশা আকবর। সহস্র লোকের মাঝখান থেকে একজন যোগ্য লোককে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে বলেই তিনি আসমুদ্র হিমাচলের অধীশ্বর। জহুরি সবসময় জহর চেনেন।

অল্পক্ষণ কথা বলেই বাদশা বুঝলেন এই ছেলেটি অন্য সাধারণ দশটি ছেলের মতো নয়, এই ছেলেটি বিশেষ একজন। তিনি বালকের কথায় মুগ্ধ হলেন। তাকে আংটি দান করলেন।

জলাশয়ের ধারে এসে বাদশা সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি বুঝলেন গ্রামের এই প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না, এ অতুলনীয়। শিকারের সন্ধানে ক্লান্ত বাদশা এই সরোবরের জল পান করে যেন নতুন জীবন ফিরে পেলেন।

আংটির ওপর বাদশার ছাপ দেখেই বুদ্ধিমান ছেলেটির বুঝতে আর বাকি থাকল না ইনি কে?

ছেলেটি সেলাম জানিয়ে বাদশার কাছ থেকে বিদায় নিল।

এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, সেই ছেলেটি আজ যুবক। পিতৃহীন ছেলেটি তার কাকার কাছেই মানুষ হয়েছে। ভাইপোকে একদিন কাছে ডেকে কাকা বললেন, 'বাবা মহেশ, তুমি এখন বড় হয়েছ, নিজের ভাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এই তো সময়। এই সময়কে বৃথা নষ্ট কোরো না। এখন যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারো তবে আমার অবর্তমানে তুমি খুব কষ্ট পাবে।'

মহেশ ছিল যেমন বুদ্ধিমান তেমনি বিনয়ী। সে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আপনি আমাকে কী করতে বলেন কাকা? আপনি যা বলবেন আমি সেইমতোই চলব।'

কাকা বললেন, 'তুমি এই ছোট্ট গ্রামের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বিদেশে যাও। সেখানে অনেক কিছু জানতে পারবে, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হবে এবং সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে, তুমি মানুষের মতো মানুষ হবে। তোমার বুদ্ধি আছে, সৎপথে চললে তুমি জীবনে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।'

কাকার ওই সৎ এবং সময়োচিত উপদেশ যেন যুবক মহেশের মনের দরজা খুলে দিল। অনেকদিন থেকেই মহেশ ভাবছিল গ্রামের এই জীবনের মধ্যে যেন কোনো বৈচিত্র্য নেই—নেই কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ।

এই সময় বিশেষ করে মনে পড়ল বাদশা আকবরের সেই কথাগুলো। সে ভাবল, যে আংটিটি এত বছর অতি যত্ন করে রেখে দিয়েছি এখন তাকে কাজে লাগাতে হবে। আবার ভাবল, বাদশা এতবড় এক ব্যক্তিত্ব, তিনি কি আর সেই কথা বা সেই বালককে এতদিন পর মনে করে রেখেছেন?

যাই হোক, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাদশার সাক্ষাৎপ্রার্থী হবে মহেশ, এই স্থির করে একদিন যাত্রা করল দিল্লির উদ্দেশ্যে।

অনেক পথকষ্ট সহ্য করে একদিন রাজধানী দিল্লিতে এসে উপস্থিত হলো যুবক মহেশ।

অনেক খোঁজখবর নিয়ে বাদশা যখন দরবারে বসেন সেই সময় দ্বাররক্ষীকে আংটিটি দেখিয়ে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করল। গ্রামের ছেলে

মহেশের দরবারকক্ষের জৌলুস দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে দেখল বহুমূল্যবান এক স্বর্ণসিংহাসনে বাদশা বসে আছেন, চারদিকে সব পাত্র-মিত্ররা সভার শোভা আরও বৃদ্ধি করেছেন।

সেদিন বাদশা বেশ খুশ-মেজাজেই ছিলেন। তিনি পাত্র-মিত্রদের কাছে জানতে চাইলেন, 'এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ফুল কোনটি?'

পাত্র-মিত্ররা একে একে প্রায় সব ফুলেরই নাম বলে ফেললেন। বাদশা সবাইকেই নিরাশ করলেন।

মহেশ বলল, 'যুক্তিহীন কথার কোনো দামই নেই, বিশেষ করে জাহাঁপনার কাছে। যার গুণ আছে তাকেই আমরা সুন্দর বলি। কার্পাস ফুলের গুটি থেকে যে তন্তু পাওয়া যায় তা থেকেই তৈরি হয় জগদ্বিখ্যাত মসলিন আর স্ত্রীলোকদের নয়নমনোহরকারী ওড়না। ময়ূরের ছড়ানো পেখমের যেমন সৌন্দর্যের তুলনা নেই সেইরূপ কার্পাসও মানুষকে যে আনন্দ দেয় তার তুলনা নেই।'

উত্তর শুনে বাদশা যুবকের পরিচয় জানতে চাইলেন।

যুবক অনুমতি নিয়ে এগিয়ে এসে বহু বছর আগের দেওয়া আংটিটি দেখাল এবং সমস্ত ঘটনা বাদশাকে বলল।

বাদশা খুশি হয়ে বললেন, 'তুমি আমার কাছে এসে ঠিক কাজই করেছ, আজ থেকে তুমি হলে আমার অন্যতম সভাসদ। আমি আশা করব, তুমি আমার দেওয়া এই পদের মর্যাদা রাখবে।'

সেই থেকে মহেশের নাম হলো বীরবল।